দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২৩ JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের তাণ্ডবে শিক্ষার সাফল্য ম্লান

☐ ফারুক হোসাইন

ছাত্রলীগের তাণ্ডবে মানুষ অতিষ্ঠ। দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠনটির একের পর এক লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডে আতঙ্কিত, ক্ষুব্ধ, শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা। শিক্ষকরাও তাদের তাণ্ডব থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। সংগঠনটির লাগামহীন এই তাণ্ডবে ম্লান হয়ে গেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে মহাজোট সরকারের সব সফলতা। সংগঠনটির নেতাকর্মীদের কর্মকাণ্ডের "প্রতিবাদে" প্রধানমন্ত্রী সাংগঠনিক নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেও লাগাম টানতে পারেননি। সংগঠনটির গঠনতন্ত্রে মূল লক্ষ্য শিক্ষা, শান্তি, প্রগতির কথা বলা হলেও তা কেবল কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গঠনতন্ত্রের মূলনীতির বদলে সংগঠনটি বেছে নিয়েছে ভর্তিবাণিজ্য-টেন্ডারবাজি-হলদখল-চাঁদাবাজি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও মানুষ হত্যার মত কাজ : শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক কেউ রেহাই পাচ্ছে না তাদের তাণ্ডব থেকে

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের মূলনীতির বদলে তারা বেছে নিয়েছে ভর্তিবাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, হল দখল, চাঁদাবাজি, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, মানুষ হত্যার মত কাজ। মহাজোট সরকারের চার বছরে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। তেমনি ছাত্রলীগের তাণ্ডবে বন্ধ হয়ে গেছে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের উপর হামলা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রাণ হারিয়েছে ১৯ ছাত্র, নিরপরাধ বিশ্বজিৎ ও রাব্বির মত কোমলমতি শিশু। একদিকে শিক্ষামন্ত্রীর চেষ্টায় বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে উঠেছে নতুন বই, অন্যদিকে বছরের প্রথম দিন থেকেই ছাত্রলীগের তাণ্ডবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, হামলা ও এসিড ছোড়া হয়েছে শিক্ষকদের ওপর। ছাত্রীদের বাধ্য করা হয়েছে প্রভাবশালী নেতাদের বেডরুমে যেতে (ইডেন কলেজ কেলেঙ্কারির)।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভা গঠনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, কারিকুলাম সংস্কার, পরীক্ষা সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষার আধুনিকায়ন ও উচ্চ শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে শুরু হয় যুগান্তকারী অগ্রযাত্রা। কিন্তু বিপরীতে ছাত্রলীগের তাণ্ডবে একাধিকবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম। একাধিকবার বন্ধ হয়ে গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর, নোয়াখালী, পাবনা, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রলীগের আগুনে ছাই হয়ে গেছে ঐতিহ্যবাহী সিলেটের এমসি কলেজ। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯ ছাত্র, নিরপরাধ পথচারী বিশ্বজিৎ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ শিকার নিষ্পাপ শিশু রাব্বি। ছাত্রলীগের তাণ্ডবের সাথে জড়িত ক্যাডারদের

পৃঃ ১২ কঃ ৫

শিক্ষার সাফল্য ম্লান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বরং জড়িতদের পরবর্তীতে পুরস্কৃত করায় এধারা অব্যাহত রয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন : বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন এই সরকারের অন্যতম বড় সফলতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। গত ২০১০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ : বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবারই প্রথম ১ জানুয়ারিকে পাঠ্যপুস্তক দিবস ঘোষণা করেছেন। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি প্রাথমিক, ইবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি স্তরের সকল ছাত্রছাত্রীর নতুন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন : আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সুদীর্ঘকালের দাবি বাস্তবায়নে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সরকারের মন্ত্রিসভায় ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন হয়েছে। সামনের জাতীয় সংসদ অধিবেশনেই এটি পাস করা হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন শিক্ষা পরিবারের সকলেই।

কারিকুলাম সংস্কার : ১৭ বছর আগের লেখা পাঠ্য বিষয় পরিবর্তন করে এবছর নতুন কারিকুলাম প্রণীত হয়েছে। এ বছর থেকেই প্রথম নতুন যুগোপযোগী কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করে তার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষা সংস্কার : নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে এখন সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদরাসায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তনে এখন প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও জেডিসি, এসএসসি ও দাখিল, এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষা এগিয়ে এনে সুনির্দিষ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ে আল বেরুনী হলের ৪ তলা থেকে ৭-৮ জন ছাত্রকে ফেলে দেয়া হয়। একই বছর ১৪ আগস্ট কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৩৫ জন আহত হন। ২৫ অক্টোবর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লালন শাহ হলে ডাইনিং ম্যানেজার নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর খুলনায় ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ২৬ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার মুহম্মদ মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত অর্ধ শতাধিক আহত হয়। ২০১০ সালের ২৬ জানুয়ারি এক ছাত্রীর সঙ্গে তিন ছাত্রীর হাতাহাতির জের ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩০ জানুয়ারি আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) এবং অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রলীগের মধ্যে। ১৮ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৭ এপ্রিল বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানটি। ২৯ এপ্রিল বাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বরিশালের বিএম কলেজে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ রহমান হলের মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। ১ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আব্দুল লতিফ হলে হলের সিট বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কবি নজরুল কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনে হামলা। ১৯ অক্টোবর শিক্ষক নিয়োগে পছন্দমত প্রার্থী নিয়োগকে কেন্দ্র করে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি)। ২৫ অক্টোবর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রীদের অবৈধ কাজে বাধ্য করা এবং ভর্তিবাণিজ্য নিয়ে ইডেন কলেজে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ১৮ মার্চ আবাসিক হলের সিট দখল ও অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তিবাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের